আজকের টপিক

মাধ্যমিক ব্যাকরণ বইয়ের পুরাতণ ও নতুন সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য

CamScanner

১। ভাষা :

পুরাতন	নতুন
মাতৃভাষী মোট জনসংখ্যার বাংলা ভিত্তিতে পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম ভাষা।	মাতৃভাষী মোট জনসংখ্যার বাংলা ভিত্তিতে পৃথিবীর ষষ্ঠ বৃহত্তম ভাষা।

সিদ্ধান্ত : তথ্যটি পরিবর্তনশীল। তাই ভাষা নিয়ে কাজ করে নির্ভরযোগ্য ওয়েবসাইটের হালনাগাদ তথ্যই হবে সঠিক উত্তর। www.ethnologue.com ওয়েবসাইট থেকেও জেনে নিতে হবে।

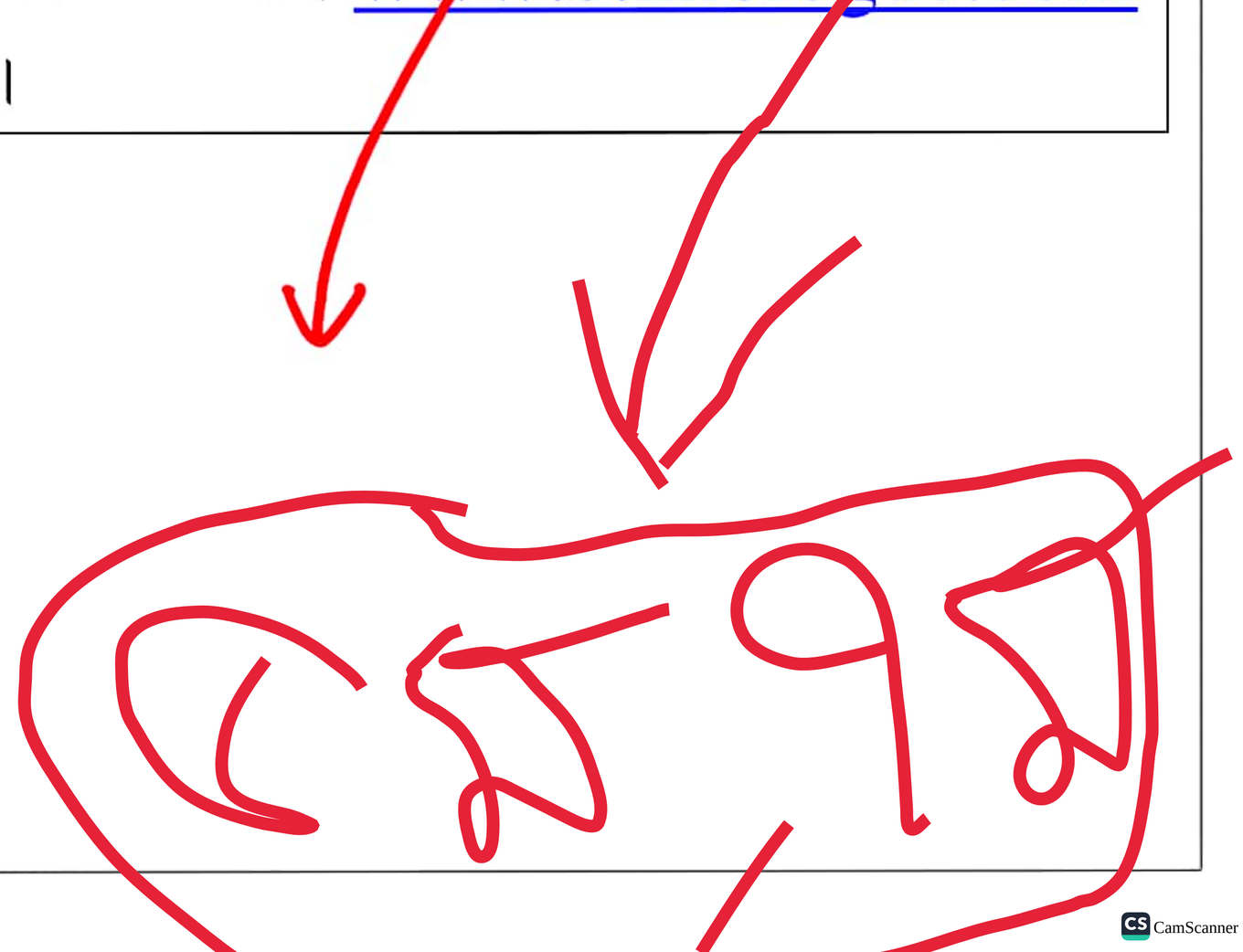

২। ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়

পুরাতন	নতুন
১. কারক ব্যাকরণের শব্দতত্ত্বে/ক্রিয়াতত্ত্বে আলোচিত হয়।	১. কারক ব্যাকরণের বাক্যতত্ত্বে আলোচিত হয়।
২. বাগ্‌ধারা ব্যাকরণের বাক্যতত্ত্বে আলোচিত হয়।	২. বাগ্‌ধারা ব্যাকরণের অর্থতত্ত্বে আলোচিত হয়।
সিদ্ধান্ত : নতুন ব্যাকরণের তথ্যটি ঠিক।	✓

CamScanner

৩। ধ্বনি-প্রকরণ :

পুরাতন	নতুন
১. উষ্ম ধ্বনি ৩ টি। যথা : স, শ, ষ	১. উষ্ম ধ্বনি ৩ টি। যথা : স, শ, হ
২. শিস ধ্বনি ৩ টি। যথা : স, শ, ষ	২. শিস ধ্বনি ৩ টি। যথা : স, শ
৩. হ ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি।	৩. হ অঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি।
৪. স্পর্শ বা স্পৃষ্ট ধ্বনি ২৫ টি। ৫ × ৫ = ২৫	৪. স্পর্শ বা স্পৃষ্ট ধ্বনি ২০ টি। ৫ × ৪ = ২০ (বর্গের প্রথম চারটি)
বিশেষ দ্রষ্টব্য : ১। বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা ব্যবহারিক ব্যাকরণ অনুসারে স্পর্শ বা স্পৃষ্ট ধ্বনি ১৬ টি। চ-বর্গকে বাদ দেওয়া হয়েছে। চ-বর্গের প্রথম চারটিকে (চ, ছ, জ, ঝ) ঘৃষ্ট ধ্বনি নাম দেওয়া হয়েছে।	
বিশেষ দ্রষ্টব্য : ২। বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা ব্যবহারিক ব্যাকরণ অনুসারে নাসিক্য ধ্বনি ৩ টি।	
বিশেষ দ্রষ্টব্য : ৩। বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা ব্যবহারিক ব্যাকরণ অনুসারে 'হ' স্থান বিশেষে অঘোষ ও ঘোষ হতে পারে।	
সিদ্ধান্ত : আমরা নবম-দশম শ্রেণির নতুন ব্যাকরণ ও বাংলা একাডেমিকে গুরুত্ব দেবো।	

৪। লগ্নক :

শব্দ যখন বাক্যের মধ্যে তখন তার নাম পদ। পদে পরিণত হওয়ার সময়ে শব্দের সঙ্গে কিছু শব্দাংশ যুক্ত হয়, এগুলোর নাম লগ্নক।

➢ লগ্নক ৪ প্রকার। যথা :

- বিভক্তি
- নির্দেশক
- বচন
- বলক

বিভক্তি : ক্রিয়ার কাল নির্দেশের জন্য এবং কারক বোঝাতে পদের সঙ্গে যেসব শব্দাংশ যুক্ত থাকে, সেগুলোকে বিভক্তি বলে।

➤ বিভক্তি ২ প্রকার। যথা :

- ক্রিয়া-বিভক্তি : করনাম শব্দের সঙ্গে নাম হলো ক্রিয়া বিভক্তি।
- কারক-বিভক্তি : কৃষকের শব্দের সঙ্গে এর শব্দাংশ হলো নাম কারক-বিভক্তি।

নির্দেশক : যেসব শব্দাংশ পদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পদকে নির্দিষ্ট করে, সেগুলোকে নির্দেশক বলে। যেমন : লোকটি, ভালোটুকু।

CamScanner

বচন : যেসব শব্দাংশ পদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পদের সংখ্যা বোঝায়, সেগুলোকে বচন বলে। যেমন : ছেলেরা, বইগুলো।

বলক : যেসব শব্দাংশ পদের সঙ্গে যুক্ত হলে বক্তব্য জোরালো হয়, সেগুলোকে বলক বলে। যেমন : তখনই, এখনই, এখনও।

৫। শব্দ ও পদের পার্থক্য

শব্দ	পদ
১. প্রতিটি জনগোষ্ঠীর নিজস্ব শব্দভান্ডার থাকে। সাধারণত অভিধানে তা সংকলিত হয়।	১. শব্দ যখন বাক্যে স্থান পায়, তখন তার নাম হয় পদ।
২. অভিধানের শব্দগুলো বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর সম্পর্কহীন।	২. বাক্যের মধ্যে পদগুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।
৩. শব্দের অংশ উপসর্গ ও প্রত্যয়।	৩. পদের অংশ বিভক্তি, নির্দেশক, বচন ও বলক।
৪. শব্দ শুধু রূপতত্ত্বে আলোচিত হয়।	৪. পদ একইসঙ্গে রূপতত্ত্বে ও বাক্যতত্ত্বে আলোচিত হয়।

CamScanner

৬। সমাস :

পুরাতন	নতুন
১. সমাস প্রধানত ছয় প্রকার। যথা : দ্বন্দ্ব, দ্বিগু, কর্মধারয়, তৎপুরুষ, বহুব্রীহি ও অব্যয়ীভাব।	১. সমাস চার প্রকার। যথা : দ্বন্দ্ব, কর্মধারয়, তৎপুরুষ, বহুব্রীহি।
বিশেষ দ্রষ্টব্য : বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা ব্যবহারিক ব্যাকরণ অনুসারে সমাস প্রধানত চার প্রকার। যথা : দ্বন্দ্ব বা বন্ধন, কর্মধারয় বা বর্ণন, তৎপুরুষ বা কারকলোপী, বহুব্রীহি বা অন্যার্থক।	

সিদ্ধান্ত : সমসা কত প্রকার? সমাস প্রধানত কত প্রকার? সমাস মোট কত প্রকার? সমাস মূলত কত প্রকার? প্রশ্নটি যদি পরীক্ষায় আসে তবে কী উত্তর করব? প্রশ্নের ধরন বা অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর থেকে অনুমান করে নিতে হবে প্রশ্নকর্তা কোন বই থেকে প্রশ্ন করেছেন। যদি মনে হয় প্রশ্নকর্তা নবম-দশম শ্রেণির পুরাতন বই থেকে প্রশ্ন করেছেন বা যদি মনে হয় প্রশ্নগুলো জব সলিউশন থেকে রিপিট হয়েছে তাহলে সমাস বা সমাস প্রধানত ৬ প্রকার দেবেন, মূলত ৪ প্রকার দেবেন। আর যদি কোনোভাবেই বুঝতে না পারেন তবে এই প্রশ্নটির উত্তর না করাই উত্তম। আর যদি রিস্ক নিয়ে করতে যান তবে ৪ প্রকার দিতে পারেন অথবা মায়া ত্যাগ করে দিতে পারেন। যদিও এই প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা কম।

CamScanner

৭। দ্বিরুক্ত শব্দ বা শব্দদ্বিত্ব :

পুরাতন	নতুন
১. দ্বিরুক্তি শব্দ নানা রকম হতে পারে। যেমন : শব্দের দ্বিরুক্তি, পদের দ্বিরুক্তি, যুগ্মরীতিতে দ্বিরুক্তি, পদাত্মক দ্বিরুক্তি, ধ্বন্যাত্ম দ্বিরুক্তি।	১. শব্দদ্বিত্ব তিন ধরনের হয়। যেমন : অনুকার দ্বিত্ব, ধ্বন্যাত্মক দ্বিত্ব, পুনরাবৃত্ত দ্বিত্ব।
সিদ্ধান্ত : শব্দদ্বিত্ব কয় প্রকার প্রশ্ন এলে ৩ প্রকার দেবো।	

CamScanner

৮। সংখ্যাবাচক শব্দ :

পুরাতন	নতুন
১. সংখ্যাবাচক শব্দ চার প্রকার। যথা : অঙ্কবাচক, পরিমাণ বা গণনাবাচক, ক্রম বা পূরণবাচক, তারিখবাচক।	১. সংখ্যাশব্দ দুই প্রকার। যথা : ক্রমবাচক ও পূরণবাচক। পূরণবাচক আবার তিন প্রকার। যথা : সাধারণ পূরণবাচক, তারিখবাচক, ভগ্নাংশবাচক।

সিদ্ধান্ত : প্রশ্নের ধরন বা অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর থেকে অনুমান করে নিতে হবে প্রশ্নকর্তা কোন বই থেকে প্রশ্ন করেছেন। যদি সংখ্যাবাচক শব্দটি উল্লেখ থাকে আর যদি মনে হয় প্রশ্নকর্তা নবম-দশম শ্রেণির পুরাতন বই থেকে প্রশ্ন করেছেন বা যদি মনে হয় প্রশ্নগুলো জব সলিউশন থেকে রিপিট হয়েছে তাহলে ৪ প্রকার দেবেন। আর যদি কোনোভাবেই বুঝতে না পারেন তবে এই প্রশ্নটির উত্তর না করাই উত্তম। আর যদি সংখ্যাশব্দটি উল্লেখ থাকে তবে ২ প্রকার দেবেন।

CamScanner

৯। শব্দের শ্রেণিবিভাগ :

পুরাতন	নতুন
১. তিনটি বিবেচনায় ভাগ করা হয়েছে। যথা : উৎসগত, গঠনগত ও অর্থগত।	১. তিনটি বিবেচনায় ভাগ করা হয়েছে। যথা : উৎসগত, গঠনগত ও পদ বিবেচনায়। অর্থগতকে বাদ দেওয়া হয়েছে।
সিদ্ধান্ত : আমরা সব বিচেনায় ভাগ করে পড়ব।	

১০। শব্দের উৎসগত শ্রেণিবিন্যাস

পুরাতন	নতুন
১. শব্দকে উৎগতভাবে পাঁচভাবে ভাগ করা যায়। যথা : তৎসম, অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশি, বিদেশি।	১. শব্দকে উৎগতভাবে চারভাবে ভাগ করা যায়। যথা : তৎসম, তদ্ভব, দেশি, বিদেশি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : ১। বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা ব্যবহারিক ব্যাকরণ অনুসারে উৎস অনুসারে বিভিন্ন প্রকার দেখানো হয়েছে। যথা :

ক. সংস্কৃত ঋণশব্দ (তৎসম)

খ. ভগ্ন সংস্কৃত ঋণ (অর্ধতৎসম)

গ. বিবর্তিত সংস্কৃত শব্দ (তদ্ভব বা খাঁটি বাংলা)

ঘ. অন্-আর্য উৎসের শব্দ (দেশি)

ঙ. উপমহাদেশীয় ভাষার ঋণ শব্দ

চ. উপরোপীয় ভাষার শব্দ

ছ. অন্যান্য ঋণশব্দ (ইউরোপ ব্যতীত অন্যান্য দেশের ভাষা)

জ. মিশ্র বা সংকর শব্দ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : ২। বাংলা একাডেমি বাংলা ব্যাকরণ দ্বিতীয় খণ্ডে চার প্রকার দেখানো হয়েছে। যথা :

ক. সংস্কৃত : বাংলা ভাষার উচ্চারণ রীতিতে গৃহীত সংস্কৃত শব্দ।

খ. প্রাকৃত : বাংলা ভাষার উচ্চারণ রীতিতে গৃহীত প্রাকৃত শব্দ। যেমন : ছেরাদ্দ, চন্দ)। (অর্থাৎ আমরা যাকে অর্ধতৎসম বলে জানি)

গ. বাংলা : সংস্কৃত থেকে বিবর্তিত, প্রাকৃত থেকে আগত, পরিবর্তিত সংস্কৃত, প্রাকৃত ইত্যাদি ভাষার শব্দ। যেমন : চাঁদ। (অর্থাৎ আমরা যাকে তদ্ভব বা খাঁটি বাংলা শব্দ বলে জানি)।

ঘ. বিভিন্ন ভাষার শব্দ : নব্য ভারতীয় আর্যভাষার শব্দ, বিভিন্ন অনার্য শব্দ (আমরা যাকে দেশি বলে জানি), তুর্কি, আরবি, ফারসি, পোর্তুগিজ, ইংরেজি প্রভৃতি ভাষার শব্দ। (অর্থাৎ দেশি শব্দ ও বিদেশি শব্দ মিলিয়ে হয়েছে বিভিন্ন ভাষার শব্দ)

সিদ্ধান্ত : আমরা সব প্রকার জেনে রাখব। উৎস অনুসারে শব্দ কত প্রকার? এই প্রশ্নটি যদি পরীক্ষায় আসে তবে কী উত্তর করব? যদি আসে তবে সেখানে ৪/৫ দুটোর একটি অপশনে থাকার কথা। আর যদি না থাকে তবে প্রশ্নের ধরন বা অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর থেকে অনুমান করে নিতে হবে প্রশ্নকর্তা কোন বই থেকে প্রশ্ন করেছেন। যদি মনে হয় প্রশ্নকর্তা নবম-দশম শ্রেণির পুরাতন বই থেকে প্রশ্ন করেছেন বা যদি মনে হয় প্রশ্নগুলো জব সলিউশন থেকে রিপিট হয়েছে তাহলে ৫ প্রকার দেবেন। আর যদি কোনোভাবেই বুঝতে না পারেন তবে এই প্রশ্নটির উত্তর না করাই উত্তম। আর যদি রিস্ক নিয়ে করতে যান তবে ৪ প্রকার দিতে পারেন অথবা মায়া ত্যাগ করে দিতে পারেন। যদিও এই প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা কম।

CamScanner

১১। পদ-প্রকরণ বা ব্যাকরণকি শব্দশ্রেণি

পুরাতন	নতুন
১. পদ বিবেচনায় শব্দকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া।	১. পদ বিবেচনায় শব্দকে আট ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া, ক্রিয়াবিশেষণ, যোজক, অনুসর্গ, আবেগ।
২. সর্বনাম ১০ প্রকার। যথা : ব্যক্তিবাচক, আত্মবাচক, সামীপ্যবাচক, দূরত্ববাচক, সাকুল্যবাচক, প্রশ্নবাচক, অনির্দিষ্টতাজ্ঞাপক, ব্যতিহারিক, সংযোগজ্ঞাপক, অন্যাদিবাচক।	২. সর্বনাম ৯ প্রকার। যথা : ব্যক্তিবাচক, আত্মবাচক, নির্দেশক, প্রশ্নবাচক, অনির্দিষ্ট, সাপেক্ষ, পারস্পরিক, সকলবাচক, অন্যাদিবাচক।
বিশেষ দ্রষ্টব্য : পুরাতন ব্যাকরণে অব্যয় চার প্রকার। যথা : সমুচ্চয়ী, অনন্বয়ী, অনুসর্গ, অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয়। নতুন ব্যাকরণে সমুচ্চয়ী অব্যয় যোজকের অন্তর্ভুক্ত, অনন্বয়ী অব্যয় আবেগের অন্তর্ভুক্ত, অনুসর্গ অব্যয় অনুসর্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া বিশেষণ ও ক্রিয়াপদের শ্রেণিবিভাজনেও পার্থক্য রয়েছে।	
সিদ্ধান্ত : আমরা সব প্রকার জেনে রাখব।	

CamScanner

১২। বিভক্তি :

পুরাতন	নতুন
১. বাংলা শব্দ-বিভক্তি সাত প্রকার। যথা : প্রথমা বা শূন্য, দ্বিতীয়া (কে, রে), তৃতীয়া (দ্বারা, দিয়ে, কর্তৃক), চতুর্থী (কে, রে), পঞ্চমী (হতে, থেকে, চেয়ে), ষষ্ঠী (র, এর), সপ্তমী (এ, য়, তে)	১. বাংলা শব্দ-বিভক্তি তিন প্রকার। ক. এ, তে, য়, -য়ে খ. কে, রে গ. র, এর, -য়ের

সিদ্ধান্ত : বাংলা বিভক্তি বা শব্দ-বিভক্তি কত প্রকার প্রশ্ন এলে প্রশ্নের ধরন বা অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর থেকে অনুমান করে নিতে হবে প্রশ্নকর্তা কোন বই থেকে প্রশ্ন করেছেন। যদি মনে হয় প্রশ্নকর্তা নবম-দশম শ্রেণির পুরাতন বই থেকে প্রশ্ন করেছেন বা যদি মনে হয় প্রশ্নগুলো জব সলিউশন থেকে রিপিট হয়েছে তাহলে ৭ প্রকার দেবেন। আর যদি কোনোভাবেই বুঝতে না পারেন তবে এই প্রশ্নটির উত্তর না করাই উত্তম। আর যদি রিস্ক নিয়ে করতে যান তবে ৩ প্রকার দিতে পারেন অথবা মায়া ত্যাগ করে দিতে পারেন। যদিও এই প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা কম।

১৩। ক্রিয়ার কাল :

পুরাতন	নতুন
১. ক্রিয়ার কাল তিন প্রকার। যথা : বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ **বর্তমান তিন প্রকার :** সাধারণ বা নিত্যবৃত্ত, ঘটমান, পুরাঘটিত। **অতীত কাল চার প্রকার :** সাধারণ, নিত্যবৃত্ত, ঘটমান, পুরাঘটিত **ভবিষ্যৎ কাল তিন প্রকার :** সাধারণ, ঘটমান, পুরাঘটিত	১. ক্রিয়ার কাল তিন প্রকার। যথা : বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ **বর্তমান চার প্রকার :** সাধারণ, ঘটমান, পুরাঘটিত, বর্তমান অনুজ্ঞা। **অতীত কাল চার প্রকার :** সাধারণ, ঘটমান, পুরাঘটিত, নিত্যবৃত্ত। **ভবিষ্যৎ কাল তিন প্রকার :** সাধারণ, ঘটমান, ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা।
বিশেষ দ্রষ্টব্য : ১। বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা ব্যবহারিক ব্যাকরণ ও নমব-দশম শ্রেণির নতুন ব্যাকরণে বর্তমান কাল ও অতীত কাল ঠিক থাকলেও বাংলা একাডেমি প্রমিত ব্যবহারিক ব্যাকরণে ভবিষ্যৎ কাল তিন প্রকার দেখানো হয়েছে। ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা দেওয়া হয়নি।	
সিদ্ধান্ত : আমরা সব জেনে রাখব।	

১৪। বাক্যের বর্গ :

বাক্যের মধ্যে একাধিক শব্দ দিয়ে গঠিত বাক্যাংশকে বর্গ বলে। বর্গ হলো ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত শব্দের গুচ্ছ। বর্গকে বলা হয় বাক্যের একক, কেননা মানুষ কথা বলতে দিয়ে শব্দের পরে শব্দ না বসিয়ে প্রায়ই বর্গের পর বর্গ বসায়।

➤ বর্গ চার প্রকার। যথা :

- বিশেষ্য বর্গ
- বিশেষণ বর্গ
- ক্রিয়াবিশেষণ বর্গ
- ক্রিয়া বগ

বিশেষ্য বর্গ : বিশেষ্যের আগে এক বা একাধিক বিশেষণ বা সম্বন্ধপদ যুক্ত হয়ে বিশেষ্য বর্গ তৈরি হয়।

যেমন :

- অসুস্থ ছেলেটি আজ স্কুলে আসেনি।
- আমার ভাই পড়তে বসেছে।

আবার, যোজক দ্বারা দুইটি বিশেষ্য যুক্ত হয়ে বিশেষ্যবর্গ তৈরি হয়।

যেমন :

- রহিম ও করিম বৃষ্টিতে ভিজছে।

CamScanner

বিশেষণ বর্গ : বিশেষণ জাতীয় শব্দের গুচ্ছকে বিষেণবর্গ বলে।

যেমন :

- আমটা দেখতে ভারি সুন্দর।
- ভদ্রলোক সত্যিকারের নিলোর্ভ।
- পোকায় খাওয়া কাঠ দিয়ে আসবাব বানানো ঠিক নয়।

ক্রিয়াবিশেষণ বর্গ : যে শব্দগুচ্ছ ক্রিয়াবিশেষণ হিসেবে কাজ করে তাকে ক্রিয়াবিশেষণ বর্গ বলে। যেমন :

- সকাল আটটার সময়ে সে রওনা হলো।
- তারপর আমরা দশ নম্বর প্লাটফর্মে গিয়ে দাঁড়ালাম।
- আমি সকাল থেকে বসে আছি।
- বেঁচে থাকার মতো সামান্য কয়টা টাকা বেতন পাই।
- সে খেয়ে আর ঘুমিয়ে কাটাচ্ছে।

CamScanner

ক্রিয়াবর্গ : বাক্যের বিধেয় অংশের ক্রিয়া প্রায় ক্ষেত্রেই ক্রিয়াবর্গ তৈরি করে।

যেমন :

- অস্ত্রসহ সৈন্যদল এগিয়ে চলেছে।
- সে লিখছে আর হাসছে।
- সে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর বসে পড়ল।
- বাচ্চাটা অনেকক্ষণ ধরে চিৎকার করছে।

CamScanner

১৫। কারক :

পুরাতন	নতুন
১. কারক ছয় প্রকার। যথা : কর্তৃ, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ।	১. কারক ছয় প্রকার। যথা : কর্তা, কর্ম, করণ, অপাদান, অধিকরণ ও সম্বন্ধ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : ১। বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা ব্যবহারিক ব্যাকরণ অনুসারে কারক ৭ প্রকার। যথা : কর্তা, কর্ম, করণ, নিমিত্ত কারক, অপাদান, অধিকরণ ও সম্বন্ধ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : ২। 'বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' অনুসারে কারক ৬ প্রকার। যথা : কর্তা, কর্ম, করণ, অপাদান, অধিকরণ ও সম্বন্ধ। অর্থাৎ নবম-দশম শ্রেণিরত নতুন বইয়ের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে।

সিদ্ধান্ত : কারক কত প্রকার? প্রশ্নটি এলে ৬ প্রকার উত্তর দেবো।

CamScanner

১৬। যতিচিহ্ন :

পুরাতন	নতুন
১. যতিচিহ্ন বা ছেদচিহ্ন বারোটি।	১. যতিচিহ্ন বা ছেদচিহ্ন চৌদ্দটি। 'লোপচিহ্ন'-এর বর্ণনা দেওয়া হয়নি।
বিশেষ দ্রষ্টব্য : 'বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' গ্রন্থে ১৬ প্রকার দেওয়া আছে; আর ড. হায়াৎ মামুদের 'ভাষা-শিক্ষা' ও গ্রন্থে যতিচিহ্ন ১৭ প্রকার দেওয়া আছে।	
সিদ্ধান্ত : যতিচিহ্ন কতটি প্রশ্নটি আসার সম্ভাবনা কম, তারপরও যদি আসে তবে ১৪/১৬ টি উত্তর করা যেতে পারে।	

CamScanner

১৭। বাগর্থ :

শব্দের বৈচিত্র্যময় অর্থকে বাগর্থ বলে।

শব্দের অন্তত দুই রকমের অর্থ থাকে।

যথা :

- বাচ্যার্থ
- লক্ষ্যার্থ

CamScanner

বাচ্যার্থ : একটি শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে যে ছবি বা বোধ জেগে ওঠে, সেটাই শব্দটির বাচ্যার্থ। অভিধানে অর্থ গ্রহণের সময় শব্দের বাচ্যার্থকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। 'মাথা' শব্দটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের ঊর্ধ্বাঙ্গের যে ছবি ভেসে ওঠে, তা-ই 'মাথা' শব্দের বাচ্যার্থ। বাচ্যার্থ হলো শব্দের মুখ্য অর্থ। এই অর্থকে আক্ষরিক অর্থও বলা হয়।

লক্ষ্যার্থ : বক্তা তার উদ্দেশ্য অনুযায়ী বাচ্যার্থকে উপেক্ষা করে শব্দের আলাদা অর্থ তৈরি করে নিতে পারে। এই আলাদা অর্থের নাম লক্ষ্যার্থ। যেমন : তিনি গ্রামের মাথা। এই বাক্যে 'মাথা' শব্দ শোনার পরে শ্রোতার মনে শরীরের ঊর্ধ্বাঙ্গে কোনো ছবি ভেসে ওঠে না, মাননীয় কোনো ব্যক্তির ছবি ভেসে ওঠে। লক্ষ্যার্থকে গৌণার্থ বা লাক্ষণিক অর্থ বলা হয়।

CamScanner

শব্দের অর্থ পরিবর্তন

ভাষার স্বাভাবিক বিবর্তন প্রক্রিয়ায় শব্দের অর্থ কখনো প্রসারিস হয়, কখনো সংকুচিত হয়; কখনো অর্থের উন্নতি ঘটে, কখনো অবনতি ঘটে; আবার শব্দ কখনো সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করে। অর্থের এসব পরিবর্তন প্রক্রিয়া নিম্নে দেওয়া হলো :

অর্থপ্রসার : একটি শব্দ পূর্বে যে অর্থ প্রকাশ করত, তার থেকে আরও ব্যাপক অর্থ প্রকাশ করলে বুঝতে হয় অর্থপ্রসার ঘটেছে। যেমন : 'অঞ্চল' শব্দের মূল অর্থ শাড়ির পাড়। অঞ্চল থেকে উদ্ভূত আঁচল শব্দটি এখনও তা নির্দেশ করে। তবে অঞ্চল শব্দটি এখন শাড়ির পাড় নির্দেশের পাশাপাশি এলাকা অর্থে ব্যবহৃত হয়। একইভাবে 'বর্ষ' শব্দের পূর্ববর্তী অর্থ বর্ষাকাল, প্রসারিত অর্থ 'বছর'।

অর্থসংকোচ : অর্থসংকোচের ফলে একটি শব্দের পূর্ববর্তী অর্থের ব্যাপ্তি কমে। এক সময়ে 'মৃগ' শব্দের দ্বারা সকল পশুকে বোঝানো হতো। এর উদাহরণ পাওয়া যায় 'মৃগয়া, 'মৃগরাজ' প্রভৃতি শব্দের অর্থে। শব্দ দুটির অর্থ যথাক্রমে পশুশিকার ও পশুদের রাজা। কিন্তু অর্থ সংকোচনের ফলে মৃগ শব্দের অর্থ দাঁড়িয়েছে কেবল হরিণ। আবার এক সময় 'অন্ন' বলতে যেকোনো খাদ্যকে বোঝানো হতো, কিন্তু এখন অন্ন বলতে শুধু ভাতকে বোঝানো হয়।

অর্থের উন্নতি : একটি শব্দের অর্থ আগের চেয়ে ভালো অর্থ ধারণ করতে পারে। অর্থের এরূপ পরিবর্তনকে অর্থের উন্নতি বলা হয়। যেমন : 'অপরূপ' শব্দটি পূর্বে নির্দেশ করত শ্রীহীনতাকে, এখন এটি অনির্বচনীয় সৌন্দর্যকে নির্দেশ করে। কিংবা 'সাহস' শব্দের পূর্বতন অর্থ চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি কাজ, কিন্তু বর্তমান অর্থ নির্ভীকতা, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে উদ্যম।

CamScanner

অর্থের অবনতি : ইতিবাচক অর্থের শব্দ নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হওয়াকে অর্থের অবনতি বলে। যেমন : 'দ্বন্দ্ব' শব্দের অর্থ ছিল মিলন (দ্বন্দ্ব সমাস), এখন এর অর্থ বিরোধ। কিংবা 'জেঠামি' শব্দটি জেঠা-সংশ্লিষ্ট হয়ে সম্মানিত বোঝাতে পারত। কিন্তু তা ব্যবহৃত হয় 'পাকামি' অর্থে বা হেয় অর্থে 'জ্যাঠার ভাব' বোঝাতে। বাংলাদেশে 'রাজাকার' ও 'মীরজাফর' শব্দদ্বয় এভাবে নেতিবাচক অর্থ লাভ করছে।

অর্থ-বদল : অর্থের সংকোচন ও প্রসারণের ফলে কখনো শব্দের অর্থটি এমন দূরবর্তী হয়ে ওঠে যে, তা থেকে শব্দটিকে মুল অর্থ উদ্‌ঘাটন করা কঠিন হয়ে পড়ে। 'পাষণ্ড' শব্দের অর্থ ছিল ধর্মসম্প্রদায়। তবে পরিবর্তিত হয়ে এর অর্থ দাঁড়িয়েছে ধর্মদ্রোহী উৎপীড়ক কিংবা নিষ্ঠুর। আবার 'গবাক্ষ' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ গোরুর চোখ। এখন 'গবাক্ষ' শব্দের অর্থ হয়েছে জানালা।

যতিচিহ্ন সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান

- **সতর্কতা : ১**। বাজারে প্রচলিত চাকরির প্রস্তুতির বইগুলোর কোনো কোনোটিতে যতিচিহ্ন ও বিরামচিহ্নকে আলাদা করেন দেখান। তাদের যুক্তি হলো যেসব যহিচিহ্নে থামতে হয় না সেসব যতিচিহ্নকে বিরামচিহ্ন বলে। তারা বলেন, 'সকল বিরামচিহ্নই যতিচিহ্ন, কিন্তু সকল যতিচিহ্ন বিরামচিহ্ন নয়', কিন্তু এসব ওনাদের মনগড়া কথা। ব্যাকরণের মৌলিক গ্রন্থগুলোতে এমন কোনো তথ্য নেই। সমস্ত মৌলিক গ্রন্থে বিরতিচিহ্ন, যতিচিহ্ন, ছেদচিহ্ন, বিরামচিহ্ন ও ভাষাচিহ্নকে সমার্থক দেখানো হয়েছে।

যতিচিহ্ন সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান

- **সতর্কতা : ২।** কেউ কেউ কোলন-ড্যাশকে যতিচিহ্নের হিসাবে রাখতে চান না, তারা বলেন কোলন-ড্যাশ ব্যবহার করা যাবে, কিন্তু হিসাবে ধরা যাবে না। এই তথ্যটিও মনগড়া। আসলে কোনো কোনো বইয়ে কোলন-ড্যাশ নামে যতিচিহ্ন রেখেছে, কোনো বইয়ে রাখেনি। নমব-দশম শ্রেণির নতুন গ্রন্থে কোলন-ড্যাশ নামে কোনো যতিচিহ্ন নেই; কিন্তু বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, নবম-দশম শ্রেণির পুরাতন ব্যাকরণ, হায়াৎ মামুদের ভাষা-শিক্ষা, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাকরণ গ্রন্থে কোলন-ড্যাশকে যতিচিহ্নের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সুতরাং কোলন-ড্যাশকে বাদ দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

যতিচিহ্নের প্রয়োজনীয়তা :

- বাক্যের ব্যবহৃত পদসমূহকে অর্থবহ করার জন্য সুনির্দিষ্ট পদক্রম অনুসরণে সহায়তা ও নির্দেশনা প্রদান।
- বাক্যের পদগুলো নির্দিষ্ট ছক বা রীতি অনুযায়ী সজ্জিত করা।
- বাক্যের পদের বিন্যাসের সঙ্গে পদসংগতি রক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ।
- বাক্যের পদগুলোর মধ্যে ভাবের সংগতি রক্ষা করা।
- পদসংহতির দৃশ্যমান ও অন্তর্নিহিত ভাবকে প্রাঞ্জল করে তোলা।
- বাক্যের লেখক বা বক্তার উদ্দেশ্যেকে যথাযথভাবে শ্রোতা বা পাঠকের কাছে উপস্থাপন।
- যতিচিহ্ন বাক্যের শব্দগুলো বক্তার উদ্দেশ্যের সঙ্গে পাঠক বা শ্রোতাকে নিবিড়ভাবে একাত্ম করে দেয়।

CamScanner

যতিচিহ্নের প্রয়োজনীয়তা :

২৪/১১/২২

- **গুরুত্বপূর্ণ তথ্য : ১**। বিরতিচিহ্ন, যতিচিহ্ন, ছেদচিহ্ন, বিরামচিহ্ন বা ভাষাচিহ্ন বাক্যতত্ত্বে আলোচিত হয়।
- **গুরুত্বপূর্ণ তথ্য : ২**। ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দে 'বেতালপঞ্চবিংশতি' গ্রন্থে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রথম যতিচিহ্নের সার্থক প্রয়োগ ঘটান।
- **গুরুত্বপূর্ণ তথ্য : ৩**। হায়াৎ মামুদের ভাষা-শিক্ষা অনুসারে যতিচিহ্নকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

- **প্রান্তিক যতি** : দাঁড়ি, প্রশ্নচিহ্ন, বিস্ময়চিহ্ন।
- **বাক্যান্তর্গত** : কমা, সেমিকোলন, ড্যাশ ইত্যাদি।

CamScanner

যতিচিহ্নের প্রয়োজনীয়তা :

- কিন্তু বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ অনুসারে যতিচিহ্নকে ৩ টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন :
  - **অন্ত্যযতি :** দাঁড়ি, দুই দাঁড়ি, প্রশ্নবোধক, বিস্ময়সূচক।
  - **অভ্যন্তর যতি :** কমা, সেমিকোলন, হাইফেন, কোলন, ড্যাশ, কোলন-ড্যাশ, বিন্দু।
  - **অন্যান্য যতি :** ঊর্ধ্বকমা, ত্রিবিন্দু, উদ্ধৃতিচিহ্ন, বন্ধনীচিহ্ন, বিকল্পচিহ্ন।

- **গুরুত্বপূর্ণ তথ্য : ৪**। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত যতিচিহ্নের ৩ টি বাক্যের শেষে বসে।
- **গুরুত্বপূর্ণ তথ্য : ৫**। দাঁড়ি হলো আদি যতিচিহ্ন।

যতিচিহ্নের প্রয়োজনীয়তা :

➢ **গুরুত্বপূর্ণ তথ্য :** ৬। মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী রচিত নবম-দশম শ্রেণির 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' গ্রন্থানুসারে যতিচিহ্ন ১২ টি। কিন্তু বাংলা হায়াৎ মামুদের ভাষা-শিক্ষায় ১৭ টি। নবম-দশম শ্রেণির নতুন বইয়ে ১৪ টি। বাংলা একাডেমি একাডেমি প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণে যতিচিহ্ন ১৬ টি।

❖ **সিদ্ধান্ত :** পরীক্ষায় যদি এমন প্রশ্ন হয় যে যতিচিহ্ন কয়টি তবে ১৬ টি দেওয়া উচিত, ১৬ টি না থাকলে ১৪টি দেওয়া উচিত। ১৪ না থাকলে ১২ টি দেওয়া উচিত।

CamScanner

যতিচিহ্নের নাম আকৃতি বিরতি কাল

ক্রমিক	ব্যবহৃত নাম	বাংলা অর্থ	ইংরেজি নাম	আকার	বিরামের সময়
১	কমা	পাদচ্ছেদ	Comma	,	১ বলতে যে সময় লাগে
২	জোড়-উদ্ধৃতি চিহ্ন	জোড়-উদ্ধৃতি চিহ্ন	Inverted Commas	“ ”	১ বলতে যে সময় লাগে
৩	সেমিকোলন	অর্ধচ্ছেদ	Semicolon	;	১ বলার দ্বিগুণ সময়
৪	দাঁড়ি/দুই দাঁড়ি	পূর্ণচ্ছেদ	Full Stop	।/।।	১ সেকেন্ড
৫	প্রশ্নচিহ্ন	প্রশ্নবোধক চিহ্ন	Note of interrogation	?	১ সেকেন্ড
৬	বিস্ময়চিহ্ন	বিস্ময়সূচক চিহ্ন	Note of Exclamation	!	১ সেকেন্ড

CamScanner

যতিচিহ্নের নাম আকৃতি বিরতি কাল

ক্রমিক	ব্যবহৃত নাম	বাংলা অর্থ	ইংরেজি নাম	আকার	বিরামের সময়
৭	কোলন	দৃষ্টান্ত ছেদ	Colon	:	১ সেকেন্ড
৮	কোলন-ড্যাশ	ছেদ বাক্য সংগতি চিহ্ন	Colon Dash	:-	১ সেকন্ড
৯	ড্যাশ	বাক্য সংগতি চিহ্ন	Dash	–	১ সেকেন্ড
১০	এক-উদ্ধৃতি চিহ্ন	এক-উদ্ধৃতি চিহ্ন	Quotation Mark	‘ ’	১ সেকেন্ড
১১	হাইফেন	শব্দ সংযোগ চিহ্ন	Hyphen	-	থামার প্রয়োজন নেই

CamScanner

যতিচিহ্নের নাম আকৃতি বিরতি কাল

ক্রমিক	ব্যবহৃত নাম	বাংলা অর্থ	ইংরেজি নাম	আকার	বিরামের সময়
১২	লোপ চিহ্ন	ইলেক চিহ্ন	Apostrophe	,	থামার প্রয়োজন নেই
১৩	বন্ধনী	প্রথম বন্ধনী চিহ্ন/ তৃতীয় বন্ধনী চিহ্ন	First Brackets/Third Brackets	() / []	থামার প্রয়োজন নেই
১৪	বর্জন চিহ্ন	ত্রিবিন্দু/ তিন তারকা চিহ্ন	Asterisk	... / ***	থামার প্রয়োজন নেই
১৫	বিন্দু চিহ্ন	বিন্দু	Dot	.	থামার প্রয়োজন নেই
১৬	বিকল্প চিহ্ন	বিকল্প চিহ্ন	Slash	/	থামার প্রয়োজন নেই

CamScanner

ছক থেকে প্রাপ্ত তথ্য :

- এক বলতে যতক্ষণ লাগে ততক্ষণ থামতে হবে ২টি : কমা, জোড় উদ্ধৃতি।
- এক বলার দ্বিগুণ সময় থামতে হবে ১টি : সেমিকোলন।
- এক সেকেন্ড সময় থামতে হবে ৭টি : দাঁড়ি, প্রশ্নচিহ্ন, বিস্ময়চিহ্ন, কোলন, কোলন-ড্যাশ, ড্যাশ, এক-উদ্ধৃতি চিহ্ন।
- বাকিগুলোতে থামার প্রয়োজন নেই ৬টি : হাইফেন, লোপ চিহ্ন, বন্ধনী, বর্জন চিহ্ন, বিন্দু চিহ্ন, বিকল্প চিহ্ন।

বাহ্, কী সুন্দর ফুল!

আঃ, বাঁচা গেলাম!